সত্য ঘটনা

গু রা পাগলা

মিজান উদ্দীন খান বাবু

গু রা' চট্টগ্রামের একটি আঞ্চলিক শব্দ। গু রা শব্দের অর্থ হচ্ছে - ছোট। গু রা পাগলা হয়তো তার মা- বাপের অতি আদরের ছোট সন্তান ছিলো।

কালো কুচঁকুচে গায়ের রঙ। তার উপর সারা মুখ ভর্তি বসন্তের দগদগে দাগ। হালকা আকাঁ বাকাঁ দাড়ি গোফ। রক্তবর্ণ চোখ' গাল বেয়ে লালা পড়ছে হরদম। হলুদ দাঁতের ফাঁকে পুরনো সব খানাপিনে। বিদঘুটে শতছিন্ন বসন আর দীর্ঘদিন পানির স্পর্শে না আসা শরীরে বিশ্রী ভোঁতা দুর্গন্ধ।

এক পাল ছেলে গু রা পাগলার পিছন পিছন দৌঁড়ায়। ছেঁড়া কাগজ কলা পাতা দেখিয়ে বলে : গু রাইয়্যা এডে টিপ দে, টেয়া দিয়ুম (গু রাইয়্যা - গু রা তুই অর্থে, এডে টিপ দে- এখানে টিপ দে। টেয়া দিয়ুম - টাকা দেবো)। আর অমনি গু রা পাগলার সেকি উম্মাদনা! ভাঙ্গা ইট নিয়ে নিজ কপালে স-জোরে মারে'। রক্তাক্ত কপাল'। ঘর্মাক্ত গু রা। অসহায় পশুর মতো গোঙ্গায়।

অথচ এই বদ্ধ উম্মাদ গু রা পাগলা ও স্বজন চেনে। চার পাঁচ মাইল পথ পায়ে হেঁটে বৃদ্ধ প্রায় গু রা প্রায়ই মরহুম ইউনুস খান এর (১৮৮৫ - ১৯৬৭ ইংরেজী) কাঁচারী বাড়িতে উপস্থিত হয়। জনাব মরহুম ইউনুস খান ছিলেন সাবেক জেলা সাব-রেজিষ্টার ও পরবর্তীতে ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট। খান সাহেবের দয়াময়ী স্ত্রী জনাবা সায়রা খাতুন গু রা পাগলাকে পরম মমতায় আপ্যায়ন করেন। যেন আজি বহুদিন দিন পরে' কোন কুটুম এলো খান বাড়ির পরে। অল্প কিছুক্ষনের জন্য গু রা পাগলা স্থির হয়ে খান বাড়ীর নকশী কাঁচারীতে বসে। ঠোঁটের ফাকে নাচে বিঁড়ির জোনাক।

অতঃপর হঠাৎ করে আবার লা-পাত্তা। কেউ জানে না গু রা কোথায়, কখন আসে কিংবা কখন যায়। একদিন কৌতুহল বশতঃ আমি জনাবা সায়রা খাতুনকে জিজ্ঞেস করলাম : গু রা পাগলা আজ কত বছর ধরে আপনার কাছে আসছে ? জবাব আসে অতি সহজে: তা প্রায় বিশ বছর তো হবেই।

মরহুম জনাব ইউনুস খানকে আমি চোখে দেখিনি, তবে শুনেছি উনি খুউব উঁচু মাপের মানুষ ছিলেন। উনার বড়ছেলে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কবি মরহুম জনাব আয়ুব খান (১৯১৬ - ১৯৮২ ইংরেজী) কে আমরা গ্রামের সবাই বড়দা' বলে ডাকতাম। উনি অত্যন্ত রসিক ব্যক্তি ছিলেন। উনার রসের ধারা তাই আজো প্রবাহমান আছে' উনার সুযোগ্য তিন পুত্রের মাঝে। জালাল উদ্দিন খান, নকীব খান ও ছোটছেলে শাহবাজ খান পিলু আজ সংগীত জগতের অতি পরিচিত কিছু নাম। 'হৃদয় কাঁদা মাটির মূর্তি নয় আঘাত দিলে ভেঙ্গে যাবে' জাতীয় অনবদ্য অনেক গানের নিঁপুন স্রষ্টা। আধুনিক বাংলা গান ও ব্যান্ড সঙ্গীতের কথা সুরে যারা বৈচিত্র্য এনেছেন, করেছেন হীরক খচিত।

চলমান পাতা - ০২

ধান বানতে হয়তো শীবের গীত হচ্ছিলো। কিন্তু এটা ঠিক মরহুম ইউনুস খান পরিবারের সুরভী ব্যতিরেকে গুরা পাগলার কাহিনি অসম্পূর্ণ থেকে যেতো।

তারপর দীর্ঘদিন গুরা পাগলাকে খান বাড়ির আঙ্গিনায় না দেখে একদিন মরহুম ইউনুস খান সাহেবের ছোট ছেলে এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ লেখক জনাব রোকন উদ্দিন খান সাহেবকে জিজ্ঞেস করে যে তথ্য পেলাম তা রীতি মতো বেদনাদায়ক। এককালে গুরা মিঞার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিলো, কিন্তু তার গ্রামের কিছু দুষ্টলোক চক্রান্তে পড়ে অ-শিক্ষিত গুরা মিঞা দলিলে টিপ দেয়াতে তার বিষয় সম্পত্তি বেহাত হয়ে যায়।

গুরা মিয়া ছুটে যায় তৎকালীন ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্টের কাছে। নিয়তির ফের - ইউনুস খান সাহেব তখন মৃত্যু শয্যায়। গুরা মিয়া নিঃস্ব হয়, মানসিক ভারসাম্য হারায়। কিন্তু হঠাৎ পাওয়া আধো চেতনায় গুরা মিয়া ছুটে যেতো খান সাহেবের বাড়িতে। কিন্তু কে করিবে বিচার, শূন্য কি তবে বিচারকের চেয়ার ?

গুরা মিয়ার মৃত্যু সংবাদ না পেলেও নিশ্চিত জানি গুরা' বহু কাল আগেই চিরনিদ্রায় শুয়ে গেছে' অচিন কোন গোর গাঁয়। ঘুমাও গুরা'। ঘুমাও।। নিশ্চিন্তে নিভৃতে।